পত্রিকার নামঃ দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখঃ ২১ জুন ১৯৯১

ঘোড়াশাল সার কারখানায় গ্যাস বিস্ফোরণে ৮ জন নিহত ॥ আহত ৩০

● শফিকুল কবির ● গত বুধবার দিবাগত মধ্যরাত্রে ঘোড়াশাল ইউরিয়া সার কারখানায় এক ভয়াবহ গ্যাস বিস্ফোরণে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া একজন প্রকৌশলী কর্মকর্তা ও ৭ জন কর্মচারী নিহত এবং ৩০ জন আহত হইয়াছেন। আহতদের মধ্যে কারখানায় কর্মরত ৮ জন জাপানী টেকনেশিয়ানও রহিয়াছেন। এই দুর্ঘটনায় কারখানার যান্ত্রিক ও অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। নব রূপায়নের পর কারখানাটি চালু করার পর এই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, সমস্ত সতর্কাবস্থাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া মধ্যরাত্র ১২ টা ৫ মিনিটের সময় নীচতলায় কার্বনডাই অক্সসাইড ষ্টিপার এবং এমোনিয়া গ্যাস পাইপলাইন বিকট শব্দে ফাটিয়া ঝড়ের গতিতে গ্যাস নির্গত হইয়া ৭০ গজ দূরে দোতলায় ইউরিয়া কন্ট্রোল রুমে আঘাত হানে। গ্যাসের চাপে কন্ট্রোলরুমের শক্ত বিদেশী কাঠের জানালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কন্ট্রোল রুমটি মূহুর্তের মধ্যে এমোনিয়া গ্যাসে পরিপূর্ণ হইয়া গেলে ঘটনাস্থলে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া কারখানার অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মনজুরুল আলম, মাষ্টার (২য় পৃঃ দ্রঃ)

নিহত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মঞ্জুর

ঘোড়াশাল কারখানা

(১ম পৃঃ পর)

কারিগর হাবিবুর রহমান খান, মাষ্টার কারিগর মতিউর রহমান, দক্ষ কারিগর আবদুল মোমিন চৌধুরী, দক্ষ চালক আবদুল হালিম, দক্ষ চালক আশরাফ আলী, সহকারী রসায়নবিদ ফরিদুর রহমান এবং একজন অজ্ঞাত কর্মচারী নিহত হন। গ্যাসের প্রতিক্রিয়ায় আহত ৩০ জনকে ঢাকার মেডিক্যাল কলেজ ও একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে স্থানান্তর করা হইয়াছে। শারীরিক-ভাবে আহত অবস্থায় কারখানার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শফিকুর রহমানকে সিএমএইচে ভর্তি করা হইয়াছে। তবে তিনি কখন কি-ভাবে আহত হইলেন এই ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় নাই। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, গ্যাস লাইন বিস্ফোরণের বিকট শব্দ ঘোড়াশাল সার কারখানা-টিকে ভূমিকম্পের ন্যায় কাঁপাইয়া তোলে। বিস্ফোরিত এমোনিয়ার চাপে সি ও টু রুমের একাংশ যন্ত্রপাতিসহ মাটিতে ডাবিয়া যায়। দেওয়াল, যন্ত্রাংশ ছিটকাইয়া বহু দূরে গিয়া পতিত হয়। মধ্যরাত্রির এই বিস্ফোরণে সমগ্র ঘোড়াশালে আতংক ছড়াইয়া পড়ে। অগ্নিনির্বাপক দল ঘটনা-স্থলে পৌঁছিয়া হতাহতদের উদ্ধার করে। কন্ট্রোলরুম বিকল হইয়া পড়াতে কারখানার সামগ্রিক উৎপাদন লাইন বন্ধ হইয়া যায়। উল্লেখ্য যে, ঘোড়াশাল সার কারখানায় ইহা দ্বিতীয় বিস্ফোরণের ঘটনা। '৭৪ সালের আগষ্টে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণে কারখানার কন্ট্রোলরুম ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে কন্ট্রোল রুম পুনর্নির্মাণ শেষে দশ মাস বন্ধ থাকার পর কারখানাটি পুনরায় চালু করা হইয়াছিল। বুধবারের মধ্যরাত্রির গ্যাস বিস্ফোরণের ঘটনার তথ্য উদঘাটনে জাপান হইতে একটি কারিগরি প্রতিনিধিদল আজ-কালের মধ্যেই ঢাকায় আসিয়া পৌছিবে বলিয়া জানানো হইয়াছে। এদিকে ঘটনার তদন্তে স্থানীয়ভাবে ৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

গ[illegible] বিস্ফোরণের দুর্ঘটনার কারণ [illegible]ম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানে জানা য[illegible] যে, ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ষাট[illegible]শকে নির্মিত ঘোড়াশাল ইউরিয়া[illegible]-কারখানায় উৎপাদন ক্ষমতা ল[illegible]ক্ষ ৪০ হাজার টন হইতে ল[illegible]ক টন বৃদ্ধি করার জন্য [illegible] কোটি [illegible] টাকায় জাপানের ইঞ্জিনী[illegible] [illegible]য়্যারিং কোম্পানী[illegible]নবরূপায়[illegible] [illegible]ণর দায়িত্ব দেওয়া হয়। টয়ো ইঞ্জিনীয়ারিং গত ৭/৮ মাস ধরিয়া নবরূপায়ণের কাজ শেষ করিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে কারখানাটির উৎপাদন বন্ধ রাখে। খুঁটিনাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর গত ১৫ই মে কারখানাটিকে পরীক্ষামূলক ভাবে চালু করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময় ১৮ই জুন পর্যন্ত এমোনিয়া লাইন ঠিকমত কাজ করিলেও ইউরিয়া উৎপাদিত হইয়া বাহির হইয়া আসে নাই। এই পরিস্থিতিতে জাপানী কারিগররা আবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে। বুধবার দিন বেলা ১টার দিকে কারখানাটি পুনরায় পুরাদমে চালু করা হয়, কিন্তু এইবারও ইউরিয়া পাওয়া যায় নাই। বরং ১১ ঘন্টার মধ্যে এক ভয়াবহ গ্যাস বিস্ফোরণে কারখানার একাংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে এবং ৮জন মানুষের জীবন কাড়িয়া নিয়াছে।

এই ধরনের একটি বিপর্যয় ঘটিতে পারে গত তিন দিন ধরিয়া টেকনেশিয়ানদের মধ্যে আশংকা দেখা দিলেও কাহারো কিছুই করণীয় ছিল না বলিয়া একটি সূত্র হইতে মন্তব্য করা হয়।

বলা বাহুল্য যে, ৭৪ সালের বিস্ফোরণের তদন্ত রিপোর্ট এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। বরং তৎকালীন সময়ে নাশকতামূলক ঘটনা সন্দেহ করিয়া যাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছিল, পরবর্তীতে তাহাদের পুনর্বাসিত করা হয়। দুর্ঘটনার খবর রাত্রিতেই ঢাকায় আসিয়া পৌঁছিলে বিসিআইসির চেয়ারম্যান নেফাউর রহমান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়া শেষ রাত্রেই ঘোড়াশাল চলিয়া যান। শিল্প মন্ত্রী শামসুল ইসলাম খানও গতকাল ঘোড়াশাল সার কারখানা পরিদর্শন করেন।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে, কারখানা এলাকায় কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। ঢাকায় বিসিআইসি ভবনে একটি কন্ট্রোলরুম খোলা হইয়াছে। তবে গতকাল বিকাল হইতে ঘোড়াশাল সারকারখানার টেলিফোন লাইন বিকল হইয়া পড়িয়াছে। চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে বিসিআইসির কোন কোন কর্মকর্তা মুখ খুলিতে চান নাই। জানা গিয়াছে যে, নবরূপায়ণ কাজে টয়ো ইনজিনীয়ারিংয়ের প্রায় ৩০ জন জাপানী কারিগর কারখানায় কর্মরত রহিয়াছেন। কারখানাটি এখন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকিবে।

ঈদের ছুটির আগে ভয়াবহ গ্যাস দুর্ঘটনায় ৮টি মূল্যবান জীবন হারাইয়া কারখানা শোকাহত।

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian

পত্রিকার নামঃ দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখঃ ২১ জুন ১৯৯১

তদন্ত কমিটি
গঠন

গত বুধবার দিবাগত মধ্যরাতে ঘোড়াশাল ইউরিয়া সার কারখানার নব রূপায়ণ কাজ সমাপ্তির পর উৎপাদন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার সময় ইউরিয়া প্লান্টের টীপারে সংঘটিত এক মারাত্মক বিস্ফোরণ-জনিত কারণে কর্মরত ৭ জন কর্মকর্তা ও শ্রমিক নিহত এবং ২৫ জন আহত হইয়াছে। ফলে কার-

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

তদন্ত কমিটি গঠন

(১ম পৃঃ পর)

খানার প্রভূত আর্থিক ক্ষয়ক্ষতিও সাধিত হইয়াছে।

কার্বন-ডাই-অক্সাইড টীপারের নিম্নভাগে কোন কোন অংশ বিকট শব্দসহ বিস্ফোরিত হয় এবং উচ্চচাপের এমোনিয়া গ্যাস অতি দ্রুতবেগে ৭০ গজ দূরে দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত ইউরিয়া কন্ট্রোল রুমের জানালা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। ফলে তথায় কর্মরত ৩০জন শ্রমিক ও কর্মকর্তা এ্যামোনিয়া গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আহত ও নিহত হন। ঘটনার অব্যবহিত পর গভীর রাতেই ফায়ার ব্রিগেড এবং স্থানীয় শ্রমিক-কর্মচারীদের সহায়তায় ত্বরিত উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

শিক্ষামন্ত্রী শামসুল ইসলাম খান গতকাল সকাল হইতেই ঘোড়াশাল ইউরিয়া সার-কারখানায় অবস্থান করিতেছেন। তিনি কারখানার দুর্ঘটনাকবলিত এলাকাসমূহ পরিদর্শন করেন এবং আহত ও নিহতদের খোঁজ-খবর নেন। তিনি নিহতদের জানাজায় অংশ গ্রহণ করেন।

মন্ত্রীর তাৎক্ষণিক নির্দেশে জিয়া ফার্টিলাইজারের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে আহ্বায়ক করিয়া ৮ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হইয়াছে। তদন্ত কমিটি দুর্ঘটনার কারণ নির্ধারণ, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয়, সম্ভাব্য পুনঃ উৎপাদন কার্যক্রম সম্পর্কে মতামত, দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার জন্য সঠিকভাবে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ অন্য যে কোন সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্পর্কে তিন দিনের মধ্যে প্রাথমিক প্রতিবেদন এবং আগামী ১০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করিবে।

শিল্পমন্ত্রী কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, সিবিএ নেতৃবৃন্দ এবং নবরূপায়ণ কাজে নিয়োজিত বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সাথে পৃথক পৃথক সভায় মিলিত হন। তিনি দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণদানসহ এ ব্যাপারে সকল কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। বর্তমানে কারখানার অবস্থা শান্ত। শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাসহ সবাই সম্মিলিতভাবে এই অবস্থা মোকাবিলার চেষ্টা করিতেছেন। মন্ত্রীর সাথে পরিদর্শনকালে এবং বিভিন্ন সভায় স্থানীয় সংসদ সদস্য ডঃ আবদুল মইন খানসহ বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান নেফাউর রহমান ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে রহিয়াছেন এম মঞ্জুরুল আলম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), মোঃ হাবিবুর রহমান খান, মাষ্টার কারিগর, মোঃ মতিউর রহমান, মাষ্টার কারিগর, আবদুল মমিন চৌধুরী, এএসটি (যান্ত্রিক), আবদুল হালিম, দক্ষ চালক-১, ইউরিয়া, মোঃ আশরাফ আলী, দক্ষ চালক-২, ইউরিয়া, এ বি এম ফরিদুর রহমান, সহকারী রাসায়নবিদ, ইউরিয়া। নিহতদের লাশ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে তাহাদের স্ব স্ব গ্রামের বাড়ীতে পাঠানো হইয়াছে। আহত ২৫ জনের মধ্যে কয়েকজন বিদেশী বিশেষজ্ঞও রহিয়াছেন। আহতগণ বর্তমানে ঢাকা ও ঘোড়াশালে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। —তথ্য বিবরণী।

হাসপাতালে যাহারা

আমাদের মেডিকেল রিপোর্টার জানান ঘোড়াশাল ইউরিয়া সার কারখানায় গ্যাস বিস্ফোরণের ঘটনায় আহত ৮ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। আহতরা হইতেছে : ফজলু মিয়া (৩০), আনিসুর রহমান (৩০), বিজন কুমার বর্ধন (২৮), আলতাফ

হাসপাতালে যাঁহারা

(১ম পৃঃ পর)

হোসেন (৫০), আবদুল বারেক (৪০), প্রকৌশলী সানওয়ার হোসেন সিকদার (৩২), সুরুজ মিয়া (২৮) ও জাকির হোসেন (২৫), আহত অন্যান্যকে প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি করা হইয়াছে।

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian

পত্রিকার নামঃ দৈনিক ইনকিলাব

তারিখঃ ২১ জুন ১৯৯১

ঘোড়াশাল সার কারখানায় বিস্ফোরণ ঃ ৮ জন নিহত

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঘোড়াশাল ইউরিয়া সার কারখানায় এক ভয়াবহ বিস্ফোরণে ৮ জন নিহত ও প্রায় ৫০ জন আহত হয়েছে। গত বুধবার দিবাগত রাত ১২টার কিছু পরে এ বিস্ফোরণ ঘটে। আহতদের মধ্যে কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ ২২ জনকে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে তিন জনের অবস্থা আশংকাজনক। বিস্ফোরণে ৮ জন বিদেশী উপদেষ্টাও আহত হয়েছেন। সার কারখানার "রিনোভেটেড এমোনিয়া গ্যাস প্ল্যান্ট"-এ এই বিস্ফোরণ ঘটে। দুর্ঘটনায় কারখানার প্রচুর ক্ষতি হয়েছে।

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ঘোড়াশাল ইউরিয়া সার কারখানার দুর্ঘটনায় আহতদের কয়েকজন —ইনকিলাব

ঘোড়াশালের দুর্ঘটনায় ৮ জন নিহত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এদিকে বিস্ফোরণের পর থেকে কারখানায় উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে। কারখানায় ক্ষতিগ্রস্ত স্ট্রীপার নতুন করে সংযোজন না করা পর্যন্ত এ কারখানা চালু করা সম্ভব নয়। বিদেশ থেকে নতুন স্ট্রীপার এনে সংযোজন করতে প্রায় ২ মাস সময় লাগতে পারে বলে বিসিআইসি'র একটি সূত্র জানিয়েছে।

ঘোড়াশাল ইউরিয়া সার কারখানার রিনোভেটেড এমোনিয়া প্রজেক্ট বুধবার রাতেই পরীক্ষামূলকভাবে চালু হবার কথা ছিল। এই কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিদিন ১ হাজার ১শ' ৩৫ মেট্রিক টন ইউরিয়া হতে বর্ধিত করে ১ হাজার ৪শ' ২০ মেট্রিক টন করার জন্য এ কাজ হাতে নেয়া হয়। জাপানের টয়ো ইঞ্জিনিয়ারিং এর দায়িত্বে ছিল। প্রায় তিন মাস একটানা কাজ করার পর গত বুধবার দিবাগত রাত ১২টায় নতুন ইউনিটটি চালু করা হয়। এ সময় কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালক শফিকুর রহমান, প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-প্রধান প্রকৌশলী এ, এম, মঞ্জুরুল আলম, বিদেশী উপদেষ্টাগণসহ প্রায় ৬০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কন্ট্রোল রুমে অবস্থান করছিলেন।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন একজন আহত কর্মী জানান, রাত সোয়া বারটার দিকে একটি স্ট্রীপার ছিঁড়ে পড়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। প্রায় ৪০ ফুট উঁচু হ্যাঙ্গার হতে স্ট্রীপারটি ছিঁড়ে পড়ে মাটির প্রায় ১০ হতে ১৫ ফুট অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই স্ট্রীপার বিস্ফোরণের ফলে সংলগ্ন এলাকায় ইউরিয়া সলিউশন, কার্বনেট, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও এমোনিয়া গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে। এই তীব্র গ্যাস কন্ট্রোল রুমে প্রবেশ করলে ঘটনাস্থলেই ৮ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। জানা গেছে, প্রায় ১ সপ্তাহ আগে থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড কমপ্রেসরে কিছুটা সমস্যা দেখা দেয়। এ জন্যই গতকাল পরীক্ষামূলক চালু করার সময় উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সবাই উপস্থিত ছিলেন। স্ট্রীপার ছিঁড়ে পড়াতেই এ দুর্ঘটনা ঘটে— কার্বন ডাইঅক্সাইড কমপ্রেসরের জন্য নয়। অপর একটি সূত্র জানায়, যদি এই স্ট্রীপারের পুরোটা বিস্ফোরণ ঘটতো তবে আশপাশের দশ মাইল এলাকার কোন প্রাণীর জীবন রক্ষা পেত কি-না সন্দেহ রয়েছে। কন্ট্রোল রুমে তীব্র গ্যাস প্রবেশ করায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে দুর্ঘটনাকবলিতদের মৃত্যু ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। অন্য একটি সূত্র জানায়, কার্বন ডাইঅক্সাইড স্ট্রীপারের নিচের দিকে বিকট শব্দসহ বিস্ফোরণ ঘটে। উচ্চচাপের এমোনিয়া গ্যাস অতিদ্রুত প্রায় ৭০ গজ দূরে দ্বিতলে অবস্থিত ইউরিয়া কন্ট্রোল রুমের জানালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করলে ঐ কক্ষে অবস্থানরতগণ দুর্ঘটনার শিকার হয়।

দুর্ঘটনার পর গ্যাস ক্রিয়া কেটে গেলে প্রায় ২০ মিনিট পর স্থানীয়রা উদ্ধার কাজ শুরু করে। রাত ১টার কিছু পর ঢাকায় ফায়ার ব্রিগেডকে দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হলে তাদের ৮টি ইউনিট ও ৩টি এ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে যায় ও উদ্ধার কাজে অংশ নেয়। ঐ কক্ষে অবস্থানরতগণ নিহত ও আহত হয়।

নিহতদের তালিকা

ঘোড়াশাল ইউরিয়া সার কারখানা দুর্ঘটনায় নিহতরা হচ্ছেন (১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) এ, এম, মঞ্জুরুল আলম, (২) মাস্টার কারিগর মোঃ হাবিবুর রহমান খান, (৩) মাস্টার কারিগর মোঃ মতিউর রহমান, (৪) এসএসটি (যান্ত্রিক) আবদুল মমিন চৌধুরী, (৫) দক্ষচালক আবদুল হালিম, (৬) দক্ষচালক মোঃ আশরাফ আলী, (৭) সহকারী রসায়নবিদ এ, বি, এম, ফরিদুর রহমান। অপর ১ জন নিহতের নাম জানা যায়নি।

নিহতদের লাশ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে স্বজনদের হাতে হস্তান্তর ও ক্ষেত্রবিশেষে নিজ নিজ গ্রামের বাড়ীতে পাঠানো হয়েছে।

আহতদের তালিকা

দুর্ঘটনায় আহতরা হচ্ছেন (১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক সফিকুর রহমান, (২) ফজলুর রহমান, (৩) আরিফুর রহমান, (৪) আলতাফ হোসেন, (৫) সুরুজ মিয়া (৬) সরোয়ার হোসেন, (৭) আবদুল বারেক, (৮) বিজয় কুমার প্রধান, (৯) জয়নাল আবেদীন, (১০) ফকির হোসেন, (১১) আবদুল হালিম, (১২) ইউসুফ আলী, (১৩) সুনিল কুমার সরকার, (১৪) আকরাম হোসেন, (১৫) রফিকুল ইসলাম, (১৬) মোঃ সানাউল্লাহ, (১৭) ফরিদুর রহমান, (১৮) সুনিল দাস, (১৯) আমিনুল ইসলাম, (২০) জাকির।

এদের মধ্যে জাকির, সুরুজ মিয়া, ফজলুর রহমান ও আলতাফের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, গ্রীন চক্ষু হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা গ্যাস বিক্রিয়াজনিত শ্বাসকষ্ট ও চোখের সমস্যায় প্রধানত আক্রান্ত হয়েছেন।

আমাদের নরসিংদী সংবাদদাতা জানান, ৫ জন জাপানী উপদেষ্টা মিঃ এস, ইয়ামোটো, ইউসি ডার্ডং, আর, তানাকা, টি ওয়াটা, ইউকুই এবং ইন্দোনেশীয় বিশেষজ্ঞ মিঃ জয়নাল, মিঃ বারচারী ও মিঃ ফুজিও দুর্ঘটনায় আহত হন।

তদন্ত কমিটি

শিল্পমন্ত্রী জনাব শামসুল ইসলাম খান গতকাল সকালে দুর্ঘটনাকবলিত ঘোড়াশাল সার কারখানায় যান। তিনি আহতদের খোঁজ-খবর নেন ও নিহতদের জানাজায় শরীক হন। মন্ত্রীর নির্দেশে জিয়া সার কারখানার ব্যবস্থাপনা পরিচালককে আহবায়ক করে ৮ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

ঘোড়াশালের দুর্ঘটনায় সংসদে শোক

।। সংসদ রিপোর্টার ।।

জাতীয় সংসদের উপনেতা ডাঃ এ, কিউ, এম, বদরুদ্দোজা চৌধুরী গতকাল সংসদে ঘোড়াশাল কারখানার দুর্ঘটনার সংবাদ জানিয়ে এ জন্যে দুঃখ ও শোক প্রকাশ

শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

সংসদে শোক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেছেন। তার অনুরোধে গতকাল এ মর্মান্তিক ঘটনার জন্য সংসদের বৈঠকে এক মিনিট নিরবতা পালন ও দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের জন্য মুনাজাত করা ...া।

...র আগে জনাব বদরুদ্দোজা ...ধুরী ...র্যপ্রণালী বিধির ৩০০ ধারা অনু...য়ী সংসদে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, গত বুধবার দিবাগত রাত একটার সময় ঘোড়াশাল সারখারখানায় এক বিরাট দুর্ঘটনা ঘটে। এতে গতকাল ঐ সময় পর্যন্ত ৮ জন নিহত ও ২২ জন আহত হয়। তিনি জানান, শিল্প মন্ত্রীসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে রয়েছেন। তিনি এ ব্যাপারে একটি শোক প্রস্তাবও গ্রহণের জন্য স্পীকারের প্রতি আহবান জানান। স্পীকার এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার পর শোক প্রস্তাবের কথা জানান।

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian

Newspaper Name: The Bangladesh Observer
Date: 21 June 1991

Gas barrel blast in Ghorasal urea plant

8 killed, 30 injured

Staff Correspondent

Eight persons including the Additional Chief Engineer of Ghorasal Urea Fertilizer Factory were killed and 25 others injured in an explosion at the amonia plant of the factory on Wednesday night. The explosion took place during the trial run of the amonia plant which was renovated by Toyo Engineering Corporation, Japan.

The deaths were caused mainly by burners and inhaling of poisonous amonia gas. The impact of the explosion was so strong that one of the steeper (amonia gas container) pierced through the earth.

Those killed at the site of the explosion were Mr. Manzurul Alam, Additional Chief Engineer of the factory, Habibur Rahman, master technician, Matiur Rahman, master Technician, Abdul Hakim, technician, Ashraf Ali, technician and Faridur Rahman, Assistant Chemist.

The 25 injured persons, all of them factory personnel, were brought to Dhaka and admitted to Dhaka Medical College Hospital and Suhrawardy Hospital. One of the injured porson later died at D.M.C.H.

The explosion took place between 12-14 and 12-30 mid night on Wednesday. Seven fire Brigade teams from Dhaka with modern equipment and breathing sets reached the site of the accident after one and half hour of the accident. The fire brigade personnel with the help of the local people rescued the injured persons and recovered the bodies.

The amonia plant of the Ghorasal Fertilizer Factory was renovated after three months work by the engineers of Toyo Corporation of Japan and the engineers of the Bangladesh Chemical Industries Corporation. The factory was shut down for three months for the renovation work.

The Ghorasal Fertilizer Factory, a 500- crore taka project of the Bangladesh Chemical Industries Corporation, has annual production capacity of around three lakh tons of urea.

The damage caused by the explosion is being assessed by the Corporation.

Industries Minister Mr. Shamsul Islam Khan, Chairman of the Corporation, Mr. Nefaur Rahman, senior officials of the Corporation visited the site of the explosion on Thursday.

The Opposition members in the Parliament on Thursday demanded a detailed statement from the Government on the tragic incident.

The House observed one minute silence as a mark of respect to the victims of the accident and offered munajat for peace of the departed souls.

The house also adopted a condolence resolution.

The government Thursday set up an eight-member enquiry committee headed by the Managing Director of the Zia Fetilizer Factory to investigate into the Wednesday night's explosion in the amonia plant of the

8 killed

From Page 1 Col. 4

factory. Eight perhaps were killed and others including a few foreign experts injured in the incident.

The commitee was set up on the spot directive of the industries Minister Shamsul Islam Khan during his visit to the site of explosion Thursday, an official handout said.

The committee will ascertain the cause of the accident, the extent of loss besides giving opinion on the possible resumption of production, pin point the responsibility.

It will submit its preliminary report within three days and final report by 10 days, the hand out said.

The Minister, who is staying at the fertilizer factory since Thursday morning enquired about those killed and injured and attended the namaz-e-janaza of the victims.

He held meetings with the CBA leaders and foreign experts there separately.

Mr. Shamsul Islam assured that effective steps would be taken to pay compensation to the families of those killed and injured.

Dr. Abul Moin Khan, a local MP, and Chairman of BCIC Mr. Nefaur Rahman were present.

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian

পত্রিকার নামঃ দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখঃ ২২ জুন ১৯৯১

সতর্ক হইলে এই বিস্ফোরণ এড়ানো যাইত

।। শফিকুল কবির ।।

ঘোড়াশাল সারকারখানার ভয়াবহ গ্যাস বিস্ফোরণের দুর্ঘটনা কি এড়ানো সম্ভব ছিল—এই প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট মহলে নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হইয়াছে। একটি মহলের মতে ইউরিয়া উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটায় কারখানাটি বন্ধ রাখিয়া কারিগরি ত্রুটি বিচ্যুতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হইলে এতবড় বিপর্যয় ঘটিত না।

কারখানাটি কম্পিউটার পদ্ধতির কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। পাইপলাইন কিংবা কোন যন্ত্রাংশে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিলে

(১১শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

সতর্ক হইলে

(১ম পৃঃ পর)

স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কন্ট্রোল রুমের কম্পিউটারে ধরা পড়ে। এমোনিয়া গ্যাস লাইন ঠিক মত কাজ করিলেও সি ও টু, অর্থাৎ আর্বন ডাই অক্সাইডের সহিত মিশ্রিত হইয়া ইউরিয়া উৎপাদিত হইতেছে না এবং টাপারে তাপমাত্রা অত বৃদ্ধি পাইতেছে, এতবড় ত্রুটি কিভাবে কন্ট্রোল রুমে দৃষ্টিগোচর হইল না, ইহা 'রহস্যময়' বলিয়া ধারণা করা হইতেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে প্রকাশ, প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ইউরিয়া উৎপাদন লাইনের ভারী ওজনের টিপারটি মাত্রাতিরিক্ত গ্যাসের চাপে মাটি ভেদ করিয়া ২০ ফুট নীচে চলিয়া যায়। টিপারটিতে ভূকম্পনের সৃষ্টি করিয়া মাটিতে ডাবিয়া না গেলে প্রাণহানি এবং ক্ষয়ক্ষতি আরও বেশী হওয়ার আশংকা ছিল।

বিসিআইসির চেয়ারম্যান নেকাউর রহমানের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি জানান, টিপারটি মাটির নীচ হইতে উদ্ধারের পর হইার অবস্থা যাচাই করিয়া কারখানা কবে নাগাদ চালু হইতে পারে বলা যাইবে। টিপারটি অবস্থা ভাল কিংবা মেরামতযোগ্য থাকিলে এক মাসের মধ্যেই কারখানাটি চালু হইতে পারে। অন্যথায় নূতন টিপার আমদানী এবং আনুষঙ্গিক স্থাপনার কাজ সম্পন্ন করিয়া মিলটি চালু করিতে ছয়মাস পার হইয়া যাইতে পারে।

বিসিআইসির চেয়ারম্যান জানান, কয়েক বছর আগেই ঘোড়াশাল সার কারখানার নবরূপায়নের দায়িত্ব জাপানের টয়ো ইনজিনিয়ারিংকে দেওয়া হয়। তবে তাহারা ৯০ সালের মাঝামাঝি হইতে যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ শুরু করিয়াছে। বর্তমানে প্রজেক্ট কষ্ট ৩২০ কোটি টাকা এবং ইতিমধ্যে ২৯২ কোটি টাকা টয়োকে পরিশোধ করা হইয়াছে।

প্রকাশ, কারখানাটির বর্তমান পরিচালনার দায়িত্ব টয়োর হাতেই ছিল। বর্তমান ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টন উৎপাদন ক্ষমতা আরো এক-লক্ষ টন বৃদ্ধি নিশ্চিত করিয়া আগামী ১৫ই আগষ্টের মধ্যে কারখানাটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরের চুক্তি রহিয়াছে।

জানা গিয়াছে, স্থানীয়ভাবে গঠিত তদন্ত কমিটি গতকাল (শুক্রবার) হইতে তদন্ত শুরু করিয়াছে। এদিকে জাপান হইতে টয়োর একটি বিশেষজ্ঞদল গতরাতে ঢাকায় পৌঁছিয়া আজ ঘোড়াশাল সার কারখানা পরিদর্শনে যাওয়ার কথা আছে। তবে দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে সাংবাদিকদের তথ্য জানাইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে। দুর্ঘটনায় সামান্য আহত বলিয়া কথিত ৮ জন জাপানীর নামও চাহিয়া পাওয়া যায় নাই। প্রকাশ কারখানায় কর্মরত টয়ো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিটি দুর্ঘটনায় কোন প্রাথমিক রিপোর্ট না দিয়াই গত বৃহস্পতিবার ঢালা ত্যাগ করিয়া বিমানযোগে জাপান চলিয়া গিয়াছেন। গ্যাস বিস্ফোরণের দুর্ঘটনায় ঘোড়াশাল সার কারখানায় শ্রমিক-কর্মচারীদের বিক্ষোভ চলিতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

ঢাকায় চিকিৎসাধীন ২৩ জনের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা এখনো শংকামুক্ত নয় বলিয়া জানান হইয়াছে। আহতদের মধ্যে কেহ কেহ দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলিতে পারেন বলিয়া আশংকা রহিয়াছে।

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian

পত্রিকার নামঃ দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখঃ ২৩ জুন ১৯৯১

গ্যাস বিস্ফোরণের কারণ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য

● শফিকুল কবির ● *ঘোড়াশাল সার কারখানার ভয়াবহ গ্যাস বিস্ফোরণের দুর্ঘটনা ক্রমেই রহস্যের জাল বিস্তার করিতেছে। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী কথা শোনা যাইতেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সবকিছু চাপিয়া যাওয়া এবং কোন কিছু না বলার মনোভাব পরিস্থিতিকে আরো জটিল করিয়া তুলিয়াছে। এদিকে দুর্ঘটনার সময় কন্ট্রোল রুমে রেকর্ডকৃত রিডিং রিপোর্টটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। এই রিডিং রিপোর্টটি দুর্ঘটনার কারণ উদঘাটনে যথেষ্ট সহায়ক হইতে পারে। গ্যাস বিস্ফোরণ দুর্ঘটনায় আহত হাসপাতাল ও ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন আরো তিনজনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃতের সংখ্যা এখন দশ। দুইজন ইন্দোনেশিয়ানকে একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে রাখিয়া ১৮ জনকে হলিফ্যামিলি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হইয়াছে। দুর্ঘটনার সময় ৮ জন জাপানী কারিগর আহত হইয়াছিল বলিয়া যে খবর প্রচার করা হইয়াছিল, গতকাল (শনিবার) পর্যন্ত ইহার সত্যতা যাচাই করা যায় নাই। আহত জাপানী কারিগররা কোথায় চিকিৎসাধীন* (৭ম পৃঃ দ্রঃ)

গ্যাস বিস্ফোরণ

(১ম পৃঃ পর)

আছে, বিসিআইসির কর্মকর্তারাও ইহার হদিস খুঁজিয়া পাইতেছে না।

প্রাপ্ত তথ্য জানা যায় যে, দুর্ঘটনার তদন্তে তিন ধাপে অনুসন্ধান শুরু হইয়াছে। বিসিআইসির একটি আভ্যন্তরীণ কমিটি জাপান হইতে আগত টয়োর একটি তদন্ত কমিটি এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে গঠিত তিন সদস্যের একটি সরকারী কমিটি গ্যাস বিস্ফোরণের দুর্ঘটনা তদন্ত করিবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ৭৪ সালে ঘোড়াশাল সার কারখানার কন্ট্রোল রুম বিস্ফোরণের ঘটনা তদন্তে একাধিক কমিটি গঠন করা হইয়াছিল। ১৭ বছর পরও '৭৪ সালের প্রথম বিস্ফোরণের তদন্ত রিপোর্ট এখন পর্যন্ত প্রকাশ করা হয় নাই।

একটি মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, নবরূপায়ণে টয়োর ডিজাইন ত্রুটিপূর্ণ থাকার কারণেই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। সংশ্লিষ্ট আরেকটি মহল হইতে অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, ডিজাইন পুংখানুপুংখরূপে নিরীক্ষা করিয়া তৈরী করা হইয়াছে। ইহাতে কোন ত্রুটি ছিল না। নিয়ম মাফিক ইউরিয়া উৎপাদিত হইয়া বাহির হইয়া না আসায় কন্ট্রোল রুম হইতে এমোনিয়া গ্যাস লাইনে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করায় ষ্টিপারের 'ফ্যাক্টর অব সেফটি' ভাঙ্গিয়া পড়ে।

জানা যায় যে, এত বড় একটি বিশাল প্রকল্প নবরূপায়ণের দায়িত্ব টয়ো ইঞ্জিনিয়ারিংকে দেওয়া হইলেও তাহাদের কাজ দেখাশুনার জন্য কোন দেশী বা বিদেশী কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হয় নাই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঘোড়াশাল সার কারখানার একজন কর্মকর্তা জানাইয়াছেন যে, কারখানার অফিসার-কর্মচারীরা জাপানী কারিগরদের হাতে 'জিম্মি' হইয়াছিল। তাহাদের কথা ও নির্দেশ ব্যতীত কারো পক্ষেই কোন কম্পোনেন্টস বা যন্ত্রাংশ স্পর্শ করার অধিকার ছিল না। যে দুইজন জাপানী কারিগর কন্ট্রোল রুমে বসিয়া প্লান্ট নিয়ন্ত্রণ করিতেছিলেন, দুর্ঘটনার বিকট শব্দ হওয়ার কয়েক সেকেণ্ড আগে তাহারা দ্রুতবেগে কন্ট্রোল রুম হইতে বাহির হইয়া যান।

প্রকাশ, কারখানার কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য 'গ্যাস মাস্ক' রহিয়াছে। তবে এইসব ব্যবহারের অনুশীলন কখনোই দেওয়া হয় নাই বলিয়া, দুর্ঘটনার সময় 'গ্যাস মাস্ক' ব্যবহারের কথা কাহারো স্মরণে আসে নাই।

ঘোড়াশাল সার কারখানায় গ্যাস বিস্ফোরণের কারণ খুব শীঘ্রই তদন্তের মাধ্যমে জানা যাইবে বলিয়া আশা করা হইলেও শেষ পর্যন্ত '৭৪ সালের বিস্ফোরণের ঘটনায় যত গব কিছু চাপা পড়িয়া যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। কারণ, তদন্ত কাজে ইতিমধ্যেই দুইটি পৃথক স্রোত লক্ষ্য করা যাইতেছে। আগত জাপানী দল এবং স্থানীয় তদন্তকারী দলের মধ্যে কোন প্রকার সমন্বয় লক্ষ্য করা যাইতেছে না।

বিসিআইসির একজন কর্মকর্তা বলিয়াছেন যে, আমরা আমাদের মত তদন্ত করিব, টয়ার জাপানী প্রতিনিধিরা তাহাদের নিজেদের ধারণা অনুযায়ী তদন্ত করিবে। এখানে মতবিরোধ বা অসমন্বয়ের কিছু নাই। প্রকাশ, বিসিআইসির পরিচালনা বোর্ড আজ (রবিবার) এক বৈঠকে মিলিত হইতেছে।

আমাদের কালীগঞ্জ সংবাদদাতা জানান, গ্যাস বিস্ফোরণের আগে কম্প্রেসার ইউনিটে ৩ বার গোলযোগ দেখা দেওয়ার পরেও গত ১৯শে জুলাই রাত ১২টায় জাপানী বিশেষজ্ঞদের সহিত কারখানার কর্মকর্তাগণ ইউরিয়া কন্ট্রোল রুমে বসিয়া ইউরিয়া প্লান্টে বসানো সেফটি ভালুবিহীন কার্বনডাই-অক্সাইড এবজরবার ষ্টিপারে কার্বনডাই অক্সাইড এবং রিএ্যাক্টরে এমোনিয়া কমপ্রেসড করিয়া ইউরিয়ার ফুলিউসন প্রক্রিয়া আরম্ভ করে।

ঐ সময়ে সর্বোচ্চ ১৮৪কেজি প্রেসার ক্ষমতাসম্পন্ন সি-ও-টু ষ্টিপারে ২টি পাইপের মাধ্যমে ১৪ মিটার লম্বাও ১৪২ টন ওজনের ঝুলন্ত ষ্টিপারে আকস্মিকভাবে প্রেসার বৃদ্ধি পাওয়ার ব্যাপারে কম্পিউটারের সংকেত এবং গ্যাস বাহির হইতেছে টেরপাইয়া জাপানী বিশেষজ্ঞ এবং ইঞ্জিনিয়ারগণ দ্রুত কাটিয়া পড়ে বলিয়া প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান এবং মুহূর্তের মধ্যেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাইয়া ঝুলন্ত ভেসেলসটি ২৫ ফুট মাটির নীচে দাবিয়া যায়। ত্বরিতগতিতে এমোনিয়া এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস প্রচণ্ড চাপে (১০০) একশত বর্গগজের মধ্যবর্তী এমোনিয়া, ইউরিয়া, প্লান্টসহ সকল বিভাগের দালানের ও ভেন্টিলেটারের কাঁচ ভাঙ্গিয়া বিষাক্ত গ্যাস ছড়াইয়া পড়ে। ফলে ইউরিয়া কন্ট্রোল রুমেই নবরূপায়ন কর্মকর্তাসহ ৩ জন প্রাণ হারায়। পার্শ্ববর্তী পাম্পে কাজ করার সময় আরো ৩ জনসহ মোট ৭ জন মারা যায় এবং পরে ঢাকা মেডিক্যালে আরো ২ জনসহ ৯ জনের মৃত্যু ঘটে।

সাড়ে ৬ কোটি টাকা মূল্যের এই সি-ও-টু ষ্টিপার বিস্ফোরণ কালে ইউরিয়া এবং এ্যামোনিয়া প্লান্টসহ একশত বর্গগজের মধ্যবর্তী সকল পাইপ লাইন বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় একশত কোটি টাকায় দাঁড়াইতে পারে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। একশত ৪২ টন ওজনের এই ষ্টিপারটি বিধ্বস্ত হওয়ার সময়ে প্রায় পঁচিশ ফুট মাটির নীচে দাবিয়া যাওয়াতে তাহা উত্তোলন এবং বিস্ফোরণের কারণ উদঘাটনে বিলম্ব ঘটিবে বলিয়া জানানো হইয়াছে। এজন্য বিদেশ হইতে অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ক্রেন আনার ব্যবস্থাও নেওয়া হইতেছে। এই রাসায়নিক কারখানার অবশিষ্ট প্রকল্পগুলি টিকাইয়া রাখার জন্য একমাত্র কেটালিষ্ট প্রোরের মাধ্যমে রাসায়নিক ভেসেলগুলিতে নাইট্রোজেন গ্যাস ফিলিং করা হইতেছে।

ঘোড়াশাল সার কারখানার গ্যাস বিস্ফোরণে নিহত, আহত এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ দানের ব্যাপারে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ শিল্পমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর নিকট আহ্বান জানাইয়াছেন। দুর্ঘটনার পর হইতেই সার্বক্ষণিকভাবে কর্তব্যরত স্থানীয় এমপি ডঃ মঈন খান এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক কারখানাতে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের পেশাগত মর্যাদাদানের লক্ষ্যে বর্তমানে প্রচলিত গ্রুপ ইন্সুরেন্সের ৬ মাসের বেতনের সমপরিমাণ আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৭২ মাসের সমপরিমাণ আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিধি পরিবর্তনের জন্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা কামনা করেন।

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian

পত্রিকার নামঃ দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখঃ ২৩ জুন ১৯৯১

গ্যাস বিস্ফোরণে আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

বাসস : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল ঘোড়াশাল ইউরিয়া সার কারখানা প্রাঙ্গণে কারখানার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠককালে বুধবারের দুর্ঘ·

(৭ম পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

(১ম পৃঃ পর)

আহতদের সুচিকিৎসা
করার নির্দেশ দেন।
ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির
ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত
নির্দেশ দেন।
শিল্পমন্ত্রী শামসুল ইসলাম খান,
ও জনশক্তি প্রতিমন্ত্রী রফিকুল
লাম মিয়া, পাট প্রতিমন্ত্রী আব-
মায়ান ভূইয়া, খাদ্য প্রতিমন্ত্রী
মুল হুদা, স্থানীয় সংসদ সদস্য
ন খান ও কে জে হামিদা খানম
বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা
রম্যান নেফাউর রহমান
ঠকে ছিলেন।
প্রধানমন্ত্রী কারখানার সিবিএ
াদের সাথেও বৈঠক করেন।
ারা বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখ
রন। তিনি সেগুলির সমাধানে
ধ্য সকল সাহায্যের আশ্বাস
। নেতাদের মধ্যে ছিলেন
বিএ সভাপতি আবুল কালাম
য়া ও সাধারণ সম্পাদক সিরা-
ইসলাম।
তিনি কারখানার অতিরিক্ত
ন রসায়নবিদ আবু তাহের
রসায়নবিদ আজহারুল ইস-
বর সাথে কথাবার্তা বলেন
তাহাদের সাহস, কর্তব্যনিষ্ঠা
হকর্মীদের প্রতি দরদের জন্য
য়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন।
ন বলেন, পুরস্কারের মাধ্যমে
াদের কাজের স্বীকৃতি দেওয়া
ব। তাহারা দুইজনে দুর্ঘটনার
জীবনের ঝুঁকি নিয়া পরি-
ঠর আরও অবনতি রোধ করি-
লেন।
ারখানা পরিদর্শনকালে প্রধান-
কে জানানো হয় যে কার-
র ক্ষতিগ্রস্ত অংশে পুন-
ন কাজ করার জন্য জাপা-
টয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পা-
সাত সদস্য বিশিষ্ট একটা
গর দল আসিয়াছে। তাহা-
গতকাল কাজ শুরু করার
। তাহাকে আরও জানানো
ব ঐ দুর্ঘটনায় এ যাবৎ নয়
যারা গিয়াছে এবং একজন
তর অবস্থা সংকটাপন্ন।
নায় আটজন বিদেশী সহ ৩২
াহত হন।

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian

পত্রিকার নামঃ দৈনিক ইনকিলাব
তারিখঃ ২৩ জুন ১৯৯১

প্রধানমন্ত্রীর ঘোড়াশাল সার কারখানা পরিদর্শন

দুর্ঘটনায় আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসা নিশ্চিত করার নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘোড়াশাল ইউরিয়া সার কারখানায় বুধবারের দুর্ঘটনায় আহতদের সর্বোত্তম চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন।

বেগম জিয়া বিস্ফোরণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও পুনর্বাসন কাজ দেখার জন্য গতকাল কারখানায় যান। সেখানে তিনি কারখানার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে এক বৈঠকে এই নির্দেশ দেন।

দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের আরো ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করতে তিনি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। খবর বাসস'র।

বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রী শামসুল ইসলাম খান, শ্রম ও জনশক্তি প্রতিমন্ত্রী রফিকুল ইসলাম মিঞা, পাট প্রতিমন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, খাদ্য প্রতিমন্ত্রী নাজমুল হুদা, স্থানীয় এমপি

২-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

ঘোড়াশাল সার কারখানা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মঈন খান ও কে. জে. হামিদা খানম এবং বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান নেফাউর রহমান।

বেগম জিয়া কারখানার সিবিএ নেতাদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। নেতৃবর্গ তার কাছে তাদের সমস্যাবলী উল্লেখ করেন। বৈঠকে যোগদানকারী নেতাদের মধ্যে রয়েছেন সিবিএ সভাপতি আবুল কালাম ভূঁইয়া এবং সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম।

প্রধানমন্ত্রী কারখানার অতিরিক্ত প্রধান কেমিস্ট আবু তালেব ও কেমিস্ট আজহারুল ইসলামের সাথেও আলাপ করেন। দুর্ঘটনার সময় পরিস্থিতি যাতে আরো মারাত্মক হয়ে না পড়ে সে জন্যে এই দুই কেমিস্ট তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রচেষ্টা চালান।

বেগম জিয়া তাদের সাহস, কর্তব্যপরায়ণতা এবং সহকর্মীদের প্রতি সহমর্মিতার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, পুরস্কারের মাধ্যমে তাদের সেবার প্রতিদান দেয়া হবে।

এর আগে বেগম জিয়া দুর্ঘটনাস্থলে ক্ষয়ক্ষতির পরমিাণ দেখেন। তিনি সেখানে কর্মীদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের কুশলাদি জানতে চান।

পরিদর্শনকালে বেগম জিয়াকে জানানো হয় যে, কারখানার ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুনঃনির্মাণ তদারক আর পরিচালনার জন্য জাপানের টোকিও ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর সাত সদস্যের একটি টেকনিক্যাল টিম ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে। টিম গতকাল থেকে কাজ শুরু করেছে।

কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রীকে জানান, এ পর্যন্ত ৯ ব্যক্তি দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, আহত এক ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কাজনক। ৮ জন বিদেশীসহ ৩২ ব্যক্তি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন।

কর্মকর্তারা জানান, রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতদের সেবা-যত্ন ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের জন্য ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian

পত্রিকার নামঃ দৈনিক ইনকিলাব
তারিখঃ ২৩ জুন ১৯৯১

ঘোড়াশাল দুর্ঘটনা ঃ আরো ৩ জনের মৃত্যু

।। নিজস্ব সংবাদদাতা ।।

নরসিংদী, ২২ জুন।— ঘোড়াশাল সার কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে আহতদের মধ্যে গতকাল রাত ও আজ আরো ৩ জন মারা গেছেন। এ ৩ জন হচ্ছেন শ্রমিক ফজলুর রহমান, জাকির হোসেন ও সুরুজ মিয়া। এ নিয়ে এ দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০। ইতিপূর্বে জাকির নামে যে শ্রমিককে মৃত বলে প্রচার করা হয়েছিল। তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় একটি ড্রেন থেকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। জাকির হোসেন আজ সন্ধ্যা ৭টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়। সে কারখানার স্টীল অপারেটর। তার বাড়ী ফেনী জেলায়।

নিহত ফজলুর রহমানের লাশ তার গ্রামের বাড়ী কালীগঞ্জের রাণীগঞ্জে এবং সুরুজ মিয়ার লাশ তার গ্রামের বাড়ী টাঙ্গাইলের ভূয়াপুরের গোবিন্দাশীতে পাঠানো হয়েছে।

পলাশ থেকে নির্বাচিত বিএনপি দলীয় এমপি ডঃ আঃ মঈন খান অবিলম্বে নিহতদের পরিবারের পুনর্বাসন,

বিসিআইসি থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে নিহতদের সরকারী সুযোগ সুবিধাসহ অতিরিক্ত সাহায্য দান এবং নিহতদের প্রত্যেকের পরিবার থেকে ১ জনকে চাকরি দানের দাবী জানান। তিনি টয়ো ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন থেকে দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করে অতিসত্বর মিলে উৎপাদন শুরু করার আহবান জানান।

এদিকে বিসিআইসি কারখানার সার্বিক ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণের মাধ্যমে টয়ো ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনকে অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দানের অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে। বিসিআইসি মনে করে টয়োর কাছ থেকে প্লান্টটি এখনো তারা বুঝে নেয়নি। এর আগেই এ বিস্ফোরণ ঘটেছে। এ জন্য কার্যতঃ সকল ত্রুটি বিচ্যুতির দায় দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে।

এদিকে বিস্ফোরণের প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটি আজ দুপুর থেকে কাজ শুরু করেছে। আগামী ১০ দিনের মধ্যে তারা চূড়ান্ত রিপোর্ট দেবে।

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian

পত্রিকার নামঃ দৈনিক ইনকিলাব
তারিখঃ ২৩ জুন ১৯৯১

ঘোড়াশাল কারখানা দুর্ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠিত

সরকার ঘোড়াশাল সার কারখানায় দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন।

গত বুধবার মধ্যরাতে ঐ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। খবর বাসস'র।

১১-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

তদন্ত কমিটি প্রথম পৃষ্ঠার পর

কমিটির প্রধান করা হয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রফেসর ডঃ ইকবাল মাহমুদকে। বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব হাবিবুর রহমান এই কমিটিতে সদস্য হিসেবে এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফরিদ সদস্য সচিব হয়েছেন। এই কমিটি দুর্ঘটনার সকল কারণ অনুসন্ধান এবং দায়-দায়িত্ব সনাক্ত করবেন। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে কমিটির রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করা হবে

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian

Newspaper Name: The Bangladesh Observer
Date: 23 June 1991

PM visits Ghorasal blast victims

Best medicare for injured ordered

Prime Minister Begum Khaleda Zia on Saturday directed the concerned authorities to ensure best available medicare to the persons injured in the accident at Ghorasal Urea Fertiliser Factory on Wednesday, reports BSS.

Begum Zia gave this instruction at a meeting with the concerned high officials of the factory at the factory premises. She visited the factory to see the extent of damage and ongoing restoration work there.

The Prime Minister also instructed the officials to ensure more compensation for the families affected by the accident.

Industries Minister Shamsul Islam Khan, State Minister for Labour and Manpower Rafiqul Islam Mian, State Minister for Jute Abdul Mannan Bhuiyan, State Minister for Food Nazmul Huda, local MPs Moin Khan and K.J. Hamida Khanam and Bangladesh Chemical Industries Corporation (BCIC) Chairman Nefaur Rahman attended the meeting.

Begum Zia also had a meeting with the CBA leaders of the factory, who pointed out different problems to her. She assured them of all possible help to solve the problems.

The leaders who attended the meeting, included CBA President Abul Kalam Bhuiyan and General Secretary Sirajul Islam.

The Prime Minister talked to the

(See Page 8 Col. 4)

From Page 1 Col. 7

additional Chief Chemist Abu Taleb and Chemist Azharul Islam of the factory who had risked their lives at the time of the accident to check further aggravation of the situation.

Begum Zia highly commended them for their courage, sincerity of duty and feeling for the fellow workers and said their services would be recognised through rewards.

Earlier, Begum Zia went round the accident spot and saw the extent of damage. She also talked with the workers present there and enquired about their welfare.

During the visit Begum Zia was told that a seven member technical team had arrived Bangladesh from Tokyo Engineering Company of Japan to supervise and conduct the restoration work of the demaged part of the factory.

The officials informed the Prime Minister that so far nine people were killed in the accident and one injured was in critical list. Thirty-two persons including eight foreigners were injured in the accident.

The officials said a six member committee has been constituted at the management level of the factory to coordinate the treatment of the injured who were now admitted into different hospitals in the capital.

Prime Minister Begum Khaleda Zia on Thursday went to Holy Family Hospital to see persons who were injured in the accident at Ghorasal Urea Fertiliser Factory on Wednesday.

The injured persons who were earlier admitted to different hospitals in the city were transferred to the Holy Family Hospital at the instruction of the Prime Minister. Begum Zia gave the instruction when she visited the Ghorasal Urea Fertiliser Factory Saturday afternoon.

Begum Zia visited all the 18 injured persons and talked to them. The Prime Minister also talked to the family members of the injured persons and assured them that the injured had been transferred to Holy Family Hospital to provide with best available medicare.

The Prime Minister also talked to the attending physicians including the Director of the hospital Dr. Ashekur Rahman who informed her that 14 injured persons were recovering fast and hoped that they would be cured soon. Only one of the injured persons is now admitted to the Combined Military Hospital (CMM).

Industries Minister Shamsul Islam Khan, Shahidul Huq Jamal, MP and labour leader A.K.M. Nazrul Islam accompanied the Prime Minister.

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian

পত্রিকার নামঃ দৈনিক ইনকিলাব

তারিখঃ ২৯ জুন ১৯৯১

সার কারখানায় বিস্ফোরণের পিছনে স্বার্থান্বেষী চক্রের দুরভিসন্ধি থাকতে পারে

॥ সরকার আদম আলী ॥

...ংদী, ২৮ জুন।— টয়ো ইঞ্জিনিয়ারিং ...রেশন (টিইসি) ও বিসিআইসি'র ... স্বার্থান্বেষী চক্রের দুরভিসন্ধিই যে ঘোড়াশাল সার কারখানার ভয়াবহ বিস্ফোরণের কারণ, একথা সরাসরি নিশ্চিত করে বলার সুযোগ না থাকলেও এর সপক্ষে যৌক্তিক ভিত্তি দিন দিন মজবুত আকার ধারণ করছে। একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, বিসিআইসি'র একটি স্বার্থান্বেষী চক্রের সহায়তায় টিইসি বেগমগঞ্জ ও চট্টগ্রামে আরো দু'টি রিনোভেশন প্রকল্প চালু করতে চেয়েছিল। এ ব্যাপারে পৃথক পৃথক দু'টি

৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

সার কারখানা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রকল্প প্রস্তাবনাও পেশ করা হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু, দেশে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের কারণে স্বৈরাচারের দোসর ঐ স্বার্থান্বেষী চক্রটির সুবিধাজনক অবস্থান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় প্রস্তাবিত প্রকল্প দু'টি অনিশ্চয়তার মধ্যে নিপতিত হয়। এদিকে ঘোড়াশাল সার কারখানার রিনোভেশন প্রকল্পের কাজ শেষ হবার সাথে সাথে টিইসি'র কারিগরদের বাংলাদেশে অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাওয়ায় আরো বেশীদিন থাকার প্রত্যাশী কারিগরদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। এক পর্যায়ে তারা কাজকর্মের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে বলেও স্থানীয় অনেক কারিগরদের অভিমত থেকে জানা যায়। পাশাপাশি ঘাপটি মেরে থাকা স্বার্থান্বেষী মহলটিও টিইসি'র কার্যক্রম সম্প্রসারিত করতে না পেরে বিচলিত হয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মারার মত ঘৃণ্য পরিকল্পনা হাতে নেয়। যার একটি বাস্তব পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, অপরটি বর্তমান সরকারের "গ্রো মোর ফুড" পরিকল্পনার উদ্দেশ্যমূলক ক্ষতিসাধন। প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশে গঠিত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি একটি ফলপ্রসূ তদন্ত কার্যক্রম চালাতে এবং একটি দূরদর্শী রিপোর্ট প্রকাশ করতে উল্লেখিত ব্যাপারটি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহল অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তদন্ত কমিটি গত বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনায় আহত বলে কথিত টিইসি'র ৩ জন কারিগরের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে। বাকি ৫ জন সন্দেহজনকভাবে দেশ ত্যাগ করায় তাদের সাক্ষ্যগ্রহণ সম্ভব হয়নি। গত ২৭ জুন তদন্ত কমিটির বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগকারী টিইসি'র এসব কর্মকর্তারা হলেন— কারখানার কার্বন-ডাই-অক্সাইড কমপ্রেসরের বিশেষজ্ঞ মিঃ এস ইয়াটোমটো, প্রজেক্ট ম্যানেজার মিঃ টি ওয়াটা, সিনিয়র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ইউকুই, ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক প্রকল্পের সুপারভাইজার মিঃ জয়নাল আবেদীন এবং মিঃ ফুজি নূরুদ্দিন। এরা সবাই দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে প্রচার চালিয়ে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়। যার ফলে পর্যবেক্ষক মহলের মধ্যে ব্যাপক সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে।

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian

পত্রিকার নামঃ দৈনিক ইনকিলাব

তারিখঃ ২৯ জুন ১৯৯১

পর্যবেক্ষক মহল মনে করছেন, পালিয়ে যাওয়া এসব ব্যক্তিদের লিখিত বক্তব্য গ্রহণ ছাড়া তদন্ত কার্যক্রম অগ্রসর হতে পারে না। কারণ তারাই ছিলেন দুর্ঘটনার পূর্বে প্লান্টটি চালু করার মূল ব্যক্তিবৃন্দ। এদের বাংলাদেশী কাউন্টার পার্ট যারা ছিলেন তারা প্রায় সবাই দুর্ঘটনার দিন মারা গেছেন। এ অবস্থায় টিইসি'র অতিসম্প্রতি এসব কর্মকর্তাকে তদন্ত কমিটির সামনে হাজির করা একান্ত আবশ্যক। এছাড়া দুর্ঘটনার দিন ইউরিয়া প্লান্টের কন্ট্রোল রুমের সিঁড়িতে থাকা অবস্থায় আহত কারখানার ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব সফিকুর রহমান এবং জেনারেল ম্যানেজার (ইঞ্জিনিয়ারিং) শেখ আমিনুল ইসলামের অবস্থারও সন্তোষজনক উন্নতি ঘটেছে বলে জানা গেছে। তদন্ত কার্যক্রমে এদের লিখিত বক্তব্য গ্রহণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে তাদেরকে তদন্ত কার্যক্রম শেষ হবার আগে অফিসিয়াল দায়িত্ব ফিরিয়ে দেয়া সমীচীন হবে না বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন।

এদিকে, দুর্ঘটনার প্রকৃত তথ্য উদঘাটনে গঠিত বিসিআইসি'র তদন্ত কমিটিটি তাঁদের প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করার পর পরবর্তী কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, কমিটির সদস্য পলাশ সার কারখানার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ডি, কে, মজুমদার দুর্ঘটনাকবলিত কারখানার কার্বন-ডাই-অক্সাইড সেকশনের রি-বয়লারে লীকেজ আছে কি-না বা এতে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবেশ করেছে কি-না তা পরীক্ষার জন্যে কারখানার স্থানীয় ও টিইসি'র বিশেষজ্ঞদের অনুরোধ জানিয়েছেন। গতকাল থেকে যৌথভাবে পরীক্ষা শুরু করার কথা। এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানিয়েছেন, এ ধরনের পরীক্ষা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ; পাশাপাশি অত্যন্ত সংবেদনশীল। দুর্ঘটনার পর টিইসি'র কর্মকর্তাদের সন্দেহজনক ভূমিকার কারণেই তাদেরকে কোনরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জড়িত করা বা তাদের সাহায্য নেয়া যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয় না। তাছাড়া এখন টিইসি'র কার্যালয়ে যারা কাজ করছেন তাদের প্রায় সকলেই দুর্ঘটনার পর জাপান থেকে সদ্যাগত। তাদের অনেকের গতিবিধি থেকে একথা বলার যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে যে, তারা ঘটনাটি ধামাচাপা কিংবা যেনতেন প্রকারে অন্যের ঘাড়ে চাপাবার মিশন নিয়েই এসেছেন। আজ টিইসি'র জাপানস্থ প্রধান কার্যালয়ের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে আসছেন বলে জানা গেছে। ইতিপূর্বে গত বৃহস্পতিবার তার আসার কথা ছিল বলে শোনা গিয়েছিল। এছাড়া বিস্ফোরণের সময় প্রায় ৭০ গজ উপর থেকে পড়ে অন্ততঃ ১৪ ফুট মাটির ভিতর ডেবে যাওয়া স্ট্রাইপারটি আজও উদ্ধার করা হয়নি। আগামী রোববার নাগাদ এটি উত্তোলিত হতে পারে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে সার্বিক প্রস্তুতি গৃহীত হয়েছে।

Collected by : Most. Asma khatun
Senior Librarian